রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

বক্তা মহামুনি বৈশম্পায়ণ শ্রোতা রাজা জন্মেজয়

কলিকাতা নিবাসী

শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চন্দ্রের দ্বারা পয়ারাদি

নানাবিধ ছন্দে বিরচিত হইল।

কলিকাতা

শ্রীগৌরীচরণ পালের হরিহর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

চিৎপুর রোড্ বটতলা ১০১।৩ নং।

১২৬৯

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

পয়ার। অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিত নৃপবর। তাহার তনয় জন্মেজয় রাজ্যেশ্বর।। অবিরত হৃদয়েতে শ্রীকৃষ্ণ চরণ। একান্ত মনেতে চিন্তা করয়ে রাজন।। শ্রীহরির নামাঙ্কৃত সর্ব্ব অঙ্গময়। গলায় তুলসীর মালা তিলক নাসায়।। এক দিন সবিনয়ে যুড়ি দুই কর। জৈমিনি চিত্রে কহে ঋষি বরাবর।। তোমার মুখেতে বাণী অমৃত সমান। শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত করাও মোরে পান।। মুনি বলে কই পরীক্ষিতের নন্দন। শুনিতে বাসনা তব কোন উপাখ্যান।। কি তব বাসনা হয় কহ প্রকাশিয়া। প্রত্যক্ষে কহিব আমি সব বিস্তারিয়া।। মুনি মুখে শুনি কহে রাজা জন্মেজয়। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান কহ মহাশয়।। মনের সন্দেহ মম করহ ভঞ্জন। তোমার মুখেতে শুনি সুস্থ হবে মন।। মুনি বলে শ্রবণ করহ নৃপবর। সূর্য্যবংশে উৎপত্তি হইল রাজ্য

ধর ॥ হরিশের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে। হরিবীজ রাজা হৈল অযোধ্যানগরে ॥ তার পুত্র হরিশ্চন্দ্র বিখ্যাত সংসারে। হরিবীজ পুত্রে রাজ্য সমর্পণ করে ॥ স্বর্গপুরে গেল রাজা ত্যজিয়া জীবন। শ্রবণ করহ পরে কহি বিবরণ ॥ হরিশ্চন্দ্র মহারাজা অবনী ঈশ্বর ॥ দানে মানে কুলে শীলে বড় বিজ্ঞবর ॥ পুত্রের সদৃশ করে প্রজার পালন। দুঃখিত দারিদ্র রাজ্যে নাহি এক জন ॥ তাহার রাজ্যের আমি কি দিব তুলনা। বাস করিবারে ইন্দ্র করয়ে বাসনা। হরিশ্চন্দ্র মহারাজা সুবুদ্ধি সুধীর। কি কব রূপের কথা কন্দর্প শরীর ॥ সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় ধর্ম্মে সদা মন। অশ্বমেধ যজ্ঞ শত করিল রাজন ॥ সে অশ্বমেধের কথা কে কহিতে পারে। সসাগরা নৃপ যত হৈল একত্তরে ॥ দানব গন্ধর্ব্ব দেব স্বর্গেতে থাকিয়া। আনন্দিত হৈল সবে সে যজ্ঞ দেখিয়া ॥ দ্বিজগণে দান দিল বিভব বিস্তর। লইয়া যাইতে নারে যত দ্বিজবর ॥ দরিদ্র ভিক্ষুক যত পৃথিবীতে ছিল। রত্ন অলঙ্কার দিয়া সকলে ভূষিল ॥ হরিশ্চন্দ্র মহারাজা অযোধ্যার পতি। সমদত্ত কন্যা বিভা করে নরপতি। সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা সত্যা নাম ধরে। দেখিতে সুন্দরী অতি রূপে আলকরে ॥ তাহা হেরি ফিরে হেরি বিদ্যুৎ

বরণী। কি দিব তুলনা সে যে কামের কামিনী॥ পূর্ণিমার শশধর মুখচন্দ্র শোভা। মুখপদ্মে বৈসে আসি মকরন্দ লোভা॥ পৃষ্ঠেতে দুলিছে বেণী যিনি ফণী রাজ। ললাটে সিন্দুর দেখি রবি পায় লাজ ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি কাম শরাশন। লজ্জিত হইয়া আর না তোলে বদন॥ খগরাজ পায় লাজ নাসিকা হেরিয়ে। আঁখি দেখি মৃগবনে যায় পলাইয়ে॥ যুগল শোভয় ভুজ গজ শুণ্ড প্রায়। এমন সুন্দর রূপ না হেরি কোথায়॥ সুমেরুর শৃঙ্গ যিনি যুগ পয়োধর। কটি হেরি মৃগরাজ সলজ্জ অন্তর॥ রাম রম্ভা উরু হয় অতি গুরুতর। স্থূলতর সুনিতম্ব না হয় সোশর॥ অঙ্গেতে শোভয় মণি প্রবাল মুকুতা। কি আশ্চর্য্য রূপ তার গঠিল বিধাতা॥ রূপের লাবণ্য হেরি চঞ্চল ভূপতি। আনন্দেতে ক্রীড়া করে লইয়া যুবতী॥ জনার্দ্দন পাদপদ্ম শিরেতে ধরিয়া। শ্রীদ্বারিকানাথ রচে পয়ার করিয়া॥

রাণীর গর্ব্ব বর্ণনা।

লঘু-ত্রিপদী। হরিশ্চন্দ্র রায়, আনন্দিত কায়, পাইয়া যুবতী নারী। করে রঙ্গ রস, হাস্য পরিহাস, রমণী করেতে ধরি॥ রাজার কুমার, করয়ে বিহার, নিশিতে রমণী সনে। হইলে প্রভাত, উঠি নরনাথ,

বৈসে আসি সিংহাসনে॥ সভাসদ যত, হয় উপনীত, ভূপতি নিকটে আসি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আর পুরোহিত, রাজসভা মাঝে বসি॥ করয়ে বিচার, সবে অনিবার, পরস্পর দ্বিজগণে। শাস্ত্র আলাপন, দেখি সে রাজন, পুলকিত হয় মনে॥ নাচে বিদ্যাধরী, কত ভঙ্গি করি, সভা মাঝে নিরন্তর। পাকি সিককারী, কোটাল প্রহরী, আর কত অনুচর॥ দাণ্ডাইয়া তারা, সদত পাহারা, দেয় সবে হুসিয়ারে॥ যেন যমালয়, দেখি লাগে ভয়, ইন্দ্র আদি কাঁপে ডরে॥ এমন রাজন, কুত্রাপি কখন, দেখি নাই কোন কালে। মানে শীলে কুলে, এ মহি মণ্ডলে, পুণ্যবান সবে বলে॥ অযোধ্যার লোক, নাহি জানে শোক, নৃপতির পুণ্য ফলে। হরিশ্চন্দ্র রায়, প্রত্যহ সভায়, বার দেয় প্রাতঃকালে॥ মুনি আদি ঋষি, সর্ব্বজনে তুষি, নানারত্ন অলঙ্কারে। পরেতে বিচার, করে সবাকার, ধর্ম্ম সূক্ষ্ম অনুসারে॥ এইরূপে রাজা, পালে সর্ব্ব প্রজা, আনন্দিত হয়ে অতি। কহি শুন বাণী, নৃপের কামিনী, হইলেন ঋতুমতী॥ ঋতুর রক্ষণ, করিল রাজন, শুভ দিন শুভ ক্ষণে। তাহাতে যুবতী, হৈল গর্ভবতী, প্রফুল্ল ভূপতি শুনে॥ দিনে দিনে মূর্ত্তি, পাণ্ডুর আকৃতি, হইতেছে অতিশয়। স্তন অগ্রদ্বয়,

কৃষ্ণবর্ণ হয়, দুগ্ধ সদা মুখে বয়। সুখসয্যা ত্যজিয়া, ভূমেতে শুইয়, সদা থাকে বস্ত্রপাতি। সেইকালে আসি, নিকটেতে বসি, জিজ্ঞাসয়ে নরপতি॥ কহ প্রাণ প্রিয়ে, লাজ ঘুচাইয়ে, খাইতে কি সাধ তব। এখনি যাইয়ে, তথায় খুজিয়ে, তব স্থানে পাঠাইব॥ হেট মাথা করে, কহে মৃদুস্বরে, ভূপতির বরাবরি। মিষ্টান্ন পিষ্টক, আর নানা টক, পোড়া মাটি আদি করি॥ এই দ্রব্য খেতে, ইচ্ছা হয় চিত্তে, কহিলাম তব প্রতি। শুনি নৃপবর, প্রফুল্ল অন্তর, আনাইল শীঘ্রগতি॥ রাণীর কাছেতে, রাখে চতুর্ভিতে, সাজাইয়ে সারি২। দেখি দ্রব্য নানা, যাহাতে বাসনা, তাই খায় পেট ভরি॥ পরে মুনি কয়, শুন জন্মেজয়, কহি আমি একে একে। চলিতে না পারে, উদরের ভরে, বারি সদা উঠে মুখে॥ শুক্লপক্ষ শশি, অন্ধকার নাশি, ষোলকলা ক্রমে বাড়ে। রাণীর উদর, বাড়ে নিরন্তর, দশমাস হৈল পরে॥ পুণ্য হৈল দিন, দেখি শুভ দিন, সাধ দেন নৃপবরে। শুন জন্মেজয়, রাজার তনয়, আর কিছু কহি পরে॥ ওহে দয়াময়, দেহ পদাশ্রয়, কৃপাকরি এ জনারে। ত্রিপদী রচনে, দ্বারিকানাথ ভণে, আনন্দিত হয়ে কায়॥

রুহিদাসের জন্ম।

পয়ার। দশ মাস দশ দিন হইল পুর্ণিত। প্রসব বেদনা আসি হৈল উপস্থিত॥ রাজার রমণী সকাতরা বেদনায়। অবিলম্বে যায় রাণী সূতীকা আলয়॥ রাণীরে কাতরা দেখি যত সহচরী। আনাইল ধাত্রী ডাকি অতি ত্বরা করি॥ প্রসব হইতে রামা বড় কষ্ট পাইল। অতি সুকুমার এক প্রসব হইল॥ সেই কালে মূর্চ্ছা হয়ে পড়িল ধরণী। চেতন পাইয়ে পুনঃ উঠিল অমনি॥ কুমারে হেরিয়া রামা হরিষ অন্তর। ভূতলে পড়িয়া যেন পূর্ণ শশধর॥ কোলেতে তুলিয়া লয়ে মুখে দিল স্তন। পূর্ব্বের বেদনা সব হৈল পাশরণ॥ হেনকালে পুরবাসী যত রামাগণ। শিশু দেখিবারে আইল রাজার ভবন॥ রাজার নন্দনে হেরি কহে পরস্পর। বুঝি জনমিল আসি দেব পুরন্দর॥ জয়ধ্বনি হুলাহুলি দেয় সর্ব্বজনে। সংবাদ জানাতে দুতে চলে নৃপ স্থানে॥ সভা করি বসিয়াছে হরিশ্চন্দ্র রায়। দূত গিয়া যোড়করে সম্মুখে দাঁড়ায়॥ দূতেরে দেখিয়া রায় কহে মিষ্টভাষ। কি সংবাদ দিতে এলে করহে প্রকাশ॥ দূত কহে মহারাজ কর অবধান। অদ্য তব হইয়াছে উত্তম সন্তান॥ শুনিয়া কুলয় হৈল নৃপচূড়ামণি। রত্ন অলঙ্কার

ছুটে দিলেক তখনি ॥ মন্ত্রি ডাকি আজ্ঞা রায় দিল বারম্বার। দুঃখিত দরিদ্র দ্বিজে কর পুরস্কার ॥ আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রীবর বিলম্ব না করে। নানা অর্থ ব্যায় করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ রাজ আজ্ঞা অনুসারে লোটায় ভাণ্ডার। পুরোহিত সঙ্গে করি চলে নৃপ-বর ॥ যেই স্থানে রাজরাণী প্রসব হইল। সেই স্থানে দুই জন উপস্থিত হৈল ॥ রাজারে দেখিয়া ধাত্রী ভেজাইল দ্বার। পুরোহিত বলে কহ এ কোন বিচার ॥ প্রফুল্ল হইবে রাজা পুত্রেরে দেখিলে। ইতমধ্যে তুমি কেন দ্বার ভেজাইলে ॥ ধাত্রী বলে অগ্রে রায় কর পুরস্কার। তবে দেখিবারে পাবে আপন কুমার ॥ শুনিয়া ধাত্রীরে দিল স্বর্ণময় হার। তবে ধাত্রী দেখাইল নৃপতি কুমার ॥ আনন্দে অ-পার রাজা দেখি পুত্র মুখ। সেইক্ষণে লক্ষ মুদ্রা দিলেক যৌতুক ॥ রাজার মহিষী সেই লক্ষ মুদ্রা লয়ে। পুরোহিত পদতলে দিল প্রণমিয়ে ॥ সদা-নন্দে আশীর্ব্বাদ করি রাজসুতে। বাহির দেওয়ানে আইল রাজার সহিতে ॥ মন্ত্রী আদি প্রজা সব উঠে দাণ্ডাইল। পুলকেতে সিংহাসনে ভূপতি ব-সিল ॥ সেই কালে আইলেন আশ্চর্য্য প্রধান। বসাইলা মন্ত্রীবর রাখিয়া সম্মান ॥ সভা মাঝে বসিলেন গণক সুমতি। কহিতেছে হর্ষ চিত্তে ভূপ-

তির প্রতি ।। ওহে মহারাজ তোমায় করি আশী-র্ব্বাদ। শুনিলাম লোক মুখে কুশল সংবাদ ।। অদ্য নাকি তব এক হৈয়াছে তনয়। রাজা বলে সত্য বটে ওহে মহাশয় ।। এক্ষণেতে নিবেদন কর অব-ধান। কোন লগ্নেতে জন্মিয়াছে সে সন্তান ।। দেব দ্বিজ গুরু পদে করিয়া ভকতি। রচিল দ্বারিকানাথ চন্দ্র শান্তমতি ।।

বিশ্বামিত্র সহিত দেবতা সকলের পরামর্শ।

ত্রিপদী। শুনিয়া রাজার বাণী, গ্রহবিপ্র দেখে গণি, খড়ি লয়ে পাতিয়া ভূমেতে। গণি নৃপতির ঠাঁই, বলে কিছু দোষ নাই, জন্মিয়াছে উত্তম ল-গ্নেতে ।। বিপ্রবর্ণ দেবগণ, জন্ম স্থানে চন্দ্রগণ, ক-র্কট লগ্নেতে সে কুমার ।। শুদ্ধ তারা আছে তায়, কোন চিন্তা নাহি রায়, বলিতেছি গণিয়া তোমার ।। রোহিণীতে জন্মিয়াছে, কহিনু তোমার কাছে, সব কথা করিয়া প্রকাশ। পুনরায় নিবেদন, বলি শুন দিয়া মন, নাম এর হবে রুহিদাস ।। গণক মুখেতে শুনি, আনন্দিত নৃপমণি, সেই ক্ষণে দিল নানা ধন তার পরে নররায়, সকলে করি বিদায়, অন্তপুরে করিল গমন ।। অন্দর মাঝারে গিয়ে, স্নান পূজা সমর্পিয়ে, সুখে বসি করয়ে ভোজন। ভোজনান্তে

আসিশ্চেড়ি, স্বর্ণ মাত্রে বারীপুরী, আনি দিলা ভূপতি সদন ।। সে বারীশলয়ে তখন, করে মুখ প্রক্ষালন, পরে বৈসে পালঙ্ক উপরে। এক জন সহচরী, তাম্বুল আনিবাটারভরী, যোগাইল হরিষ অন্তরে ।। তাম্বুল পাইয়া রায়, ক্রমেতে সকল খায়, নিদ্রা যায় খট্টাঙ্গ উপরী। চামর ব্যজন করে, আশে পাশে দুইধারে, দাণ্ডাইয়া দুই সহচরী ।। ওখানে সুতিকা ঘরে, রাণী হরষিতান্তরে, পঞ্চদিনে পাচুট সারিল। সেষ্টেরা পূজা ছয় দিনে, পূজিলেক দ্বিজ এনে, সারারাত্রি সুখেতে জাগিল ।। অষ্ট শিশু অষ্ট দিনে, আনি আনন্দিত মনে, আট কৌড়ে সমাধা করিল। নয় দিনে নত্তা সারি, ধাত্রীকে দিলেক শাড়ী, ষষ্ঠীপূজা মাসান্তে হইল ।। কহি এবে অতঃপর, শুন শুন নৃপবর, রাজপুত্র নাগিল বাড়িতে। পরে ছয়মাস পূর্ণ, বালকেরে দিল অন্ন, শুভদিন দেখি আনন্দিতে ।। এইরূপ কিছুকাল, পালে রাজ্য মহীপাল, শেষ কালে ঘটিল দুর্গতি। এক দিন পশুপতি, ইন্দ্র আর পিতৃপতি, তিন জনে করয়ে যুকতি ।। চল যাই অযোধ্যাতে, বিশ্বামিত্র মুনি সাথে, ছল করি বুঝিব রাজারে। কেমন সে হয় দাতা, বোঝা যাবে যায়ে তথা, ব্যায় করে কিরূপ সবারে ।। এই রূপ যুক্তি করে, বিশ্বামিত্র মুনি

বরে, ডাকাইয়ে আনে সুরপুরে। মুনি বর গিয়া তথা, জিজ্ঞাসা করে বারতা; হাস্যমুখে চাহে পুরন্দরে॥ দেবরাজ বলে রাণী, শুন শুন ওগো মুনি, এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে। লোকের মুখেতে শুনি, অযোধ্যার নৃপমণি, দান নাকি দেয় অকাতরে॥ হাসি বলে মুনিবর, সত্যবটে পুরন্দর, বড় দাতা হরিশ্চন্দ্র রায়। যে যাহা যাচিঞা করে, সেই ক্ষণে নৃপবরে, হরষিতে করে তারে ব্যায়॥ শুনি কহে পুরন্দর, যুড়িয়া যুগল কর, বিশ্বামিত্র মুনি বরাবরে। চল মুনি কৃপাকরে, ভুজনার সমিভারে, অযোধ্যার ছলিব রাজারে। এরূপ মন্ত্রণা করি, শিব গেল কাশীপুরী, মুনিবর চলিল পশ্চাতে। মহাদেব দ্বিজ রূপে, রহিলেন গুপ্ত রূপে, কাশী মাঝে দুর্গার সহিতে॥ বারানসী প্রান্তভাগে, মণি কর্ণি পূর্ব্বদিগে, হাড়িবেশ ধর্ম্ম মহামতি। লইয়া শূকর পাল, ছদ্মবেশে কিছু কাল, সেই স্থানে করিল বসতি॥ পরে মুনি নিজ স্থানে, গিয়া চিন্তা করে মনে, নৃপবরে ছলি কি প্রকার। এই রূপ মুনিবর, ভাবিয়া সদা অন্তর, মন মধ্যে করিল বিচার॥ বাটীর পশ্চিম ধারে, ক্রমে২ যত্ন করে, নির্ম্মাইল অপূর্ব্ব উদ্যান। শ্রীদ্বারিকানাথ কয়, ওহে প্রভু দয়াময়, কৃপা করি দেহ পদে স্থান॥

বিশ্বামিত্র মুনির উদ্যান বর্ণন।

পয়ার। মুনিবর মনোহর করিল উদ্যান। আম-লকী হরি তকী আছে নানা স্থান॥ কাঁঠাল রসাল আছে উদ্যান ভিতরে। সারিসারি আম্র মরি কিবা শোভা করে॥ খর্জ্জুর নারিকেল গুবাক দেখি কত দূর। কধুর ন্যায় অন্ন ফল ফলেছে প্রচুর॥ জাম-রুল কামরাঙ্গা তার আছয়ে পেয়ারা। খাইতে আশ্চর্য্য অতি যেন মধুভরা॥ নারাঙ্গী কমলানেবু আশ্চর্য্য তরমুজ। নিচুপিচ গোলাবজাম মধ্যেতে খরমুজ॥ শ্রীফলের বৃক্ষে কত ফলিয়াছে ফল। ফলেরে দিয়েছে ঢাকা যত বিল্লদল॥ রম্ভা তরু কোটিং আছয়ে অপার। সংখ্যা করিতে সাধ্য নাহিক কাহার॥ সকল বৃক্ষের কথা কে পারে বর্ণিতে। কিঞ্চিৎ কহিলাম এই আপন বুঝিতে॥ পুষ্পের বর্ণিমা কিছু কহি অতঃপর। মল্লিকা মালতী জাতি যুতি নাগেশ্বর॥ গোলাপ সেউঁতি ফুটিয়াছে বহুতর। সেফালিকা পুষ্প আছে তপেতে বিস্তর॥ কৃষ্ণকলি বিকসিত দেখিতে সুন্দর। ফুটেছে চম্পক লতা বৃক্ষের উপর॥ কৃষ্ণচুড়া ফুটিয়াছে দেখি সারি সারি। চাঁপার সৌগন্ধ আমি কহিতে না পারি॥ সুগন্ধে আমদ করে সকল কানন। সৌরভে গৌরব বাড়ে যে করে ধারণ॥ সরোবর মনোহর আছে

তার মাঝে। সেই সরোবরে পদ্ম সর্ব্বদা বিরাজে।। ভানুর উদয় কালে হয় বিকসিত। শশধর দৃষ্টি-মাত্রে দেখিয়ে মুদিত।। ময়ূর ময়ূরী আছে সেইত কাননে।। মধুস্বরে কোকিলেতে ডাকে রাত্রি দিনে রাজহংস কেলি করে সর্ব্বদা সলিলে। ডাহুক ডাহুকী নাচে সরোবর কূলে।। শুক্লপক্ষ বহিয়াছে গাছের উপরে। নানা পক্ষী ডাকিতেছে কানন ভিতরে।। শার্দ্দূল মৃগেতে চরে দেকে এক স্থানে। কদাচিত দ্বন্দ নাহি হয় দুইজনে।। মহীষ চরিছে কত চরিছে গাণ্ডার। মার্জ্জার মুষিক একত্রে চমৎ-কার।। নিশাচর ভূচর খেচর তথা ফিরে। সেই কাননের পুষ্পে মুনি পূজা করে।। কি আশ্চর্য্য দেখি সেই মুনির কানন। কি সাধ্য আছয়ে মম করিতে বর্ণন।। শ্রীদ্বারিকানাথ বলে ওহে দয়াময়। কৃপা-করি এ জনারে দেহ পদাশ্রয়।।

পঞ্চ বিদ্যাধরীর প্রতি ইন্দ্রের অভিশাপ।

পয়ার। বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়। হইল আশ্চর্য্য এক ইন্দ্রের আলয়।। এক দিন সভাতে ব-সিয়া সুরপতি। পঞ্চকন্যা নৃত্যকরে প্রধান যুবতী রঙ্গ ভঙ্গ করেকত সেই পঞ্চজনা দেখিয়ে প্রফুল্ল হৈল

সবাকার মন।। নাচিতেং অতি বাড়িল তরঙ্গ। একবার দৈবেতে হইল তাল ভঙ্গ ।। দেখিয়ে করিল কোপ দেব পুরন্দর। অভিশাপ দিল পঞ্চ কন্যার উপর ।। মর্ত্য লোকে যায়ে শীঘ্র নিবীড় কাননে। প্রত্যহ দৌরাত্ম কর মুনির উদ্যানে ।। কোপে মুনি শাপ দিয়ে লাগাইল ধাঁদা। মুনি শাপে পঞ্চ জন গাছে রবে বাঁধা ।। শাপ শুনি কন্যাগণ দুখিত অ-ন্তরে। কাকুতি মিনতি করি কহে পুরন্দরে।। অল্প দোষে গুরু দণ্ড দিলে কি কারণ। পঞ্চ জনে ক্ষমা-করি কর বিমোচন ।। এত বলি চরণেতে ধরি কন্যা-গণ। উচ্চৈঃস্বরে পঞ্চ জনে করুয়ে রোদন ।। ইন্দ্র বলে বন্ধি হয়ে থাক তপোবনে। মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র দরশনে ।। এত শুনি কন্যাগণ ভূতলে আইল। মুনির নিবিড় বনে সকলে রহিল ।। এই রূপে সেই বনে স্বর্গ বিদ্যাধরী। প্রমাবেশে নানা রসে বেড়ায় ক্রীড়াকরি ।। পুষ্প ছেড়ে গর্ব্বভরে ভাঙ্গে যত ডাল। পাপেতে মজিল মন স্বর্গ হৈল কাল ।। প্রত্যহ আইসে তথা নানা ক্রীড়াকরি। হরষিতে থাকে সদা বনের ভিতরি ।। দৈব যোগে এক দিন মুনি মহাশয়। কানন দেখিব মনে হইল উদয় ।। শিষ্যগণ সমিভারে যায় হরষিতে। ভিন্ন ভিন্ন তরুগণ পাইল দেখিতে।। দেখি বিশ্বামিত্র

ক্রোধে হৈল হুতাশন। শিষ্যগণ পানে চাহি কহিছে বচন॥ এমত করিল কেবা সেই কোনজন। কহ কহ ওরে শিষ্য কহ বিবরণ॥ কাহার হইল দেখ অঙ্গগত শনি। কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণি॥ আমার কানন নষ্ট করে কি কারণ। বুঝিলাম চিকুরেতে ধরেছে শমন॥ এতবলি শাপ দিল জ্বলি কোপানলে। এবার তুলিলে পুষ্পহাতে লাগে ডালে॥ এতেক বলিয়া মুনি গেল নিজবাস। পাঁচালি প্রবন্ধে রচে দ্বারিকানাথ দাস॥

বিশ্বামিত্র মুনির শাপে কন্যাগণের বৃক্ষ হস্ত বন্ধন।

ত্রিপদী। অভিশাপ দিল মুনি, কন্যাগণ নাহি জানি, পরদিনে পুনশ্চ আইল। রঙ্গবেশে ব্যঙ্গ করে, চৌদিগে বেড়ায় ফিরে, নানা ফুল হরষি তুলিল॥ যৌবনে হইয়ে মত্ত, নাহি জানে পূর্ব্ব তত্ত্ব, উন্মত্ত হয়ে ডাল ভাঙ্গিল। পঞ্চজনে ফুল তোলে, ত্বরাকরি যায় চলে, মুনি শাপে হাত গাছে লাগিল॥ মনেতে পাইল ভয়, পরস্পর সবে কয়, একি দায় দেখি আবার ঘটিল। কেন দেখি অকস্মাৎ, গাছেতে লাগিল হাত, নাহি জানি কেবা এই করিল॥ নিত্য আসি এই বনে, কোন বিপদ কোন দিনে, আমাদের কোন দায় ঘটিল। আজি একি

একস্মাৎ, দেখি শিরে বজ্রাঘাৎ, কেন বিধি এমত করিল ।। এইরূপে পরস্পর, দুঃখিত হয়ে অন্তর, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল। হেথা বিশ্বামিত্র মুনি, ক্রন্দনের শব্দ শুনি, শিষ্যগণে শীঘ্রগতি ডাকিল ।। ডাকি কহে মুনি বরে, কেবা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে, শুনি সব শিষ্যগণ ধাইল। কানন মাঝারে গিয়ে, পঞ্চ কন্যারে দেখিয়ে, মুনি স্থানে আসি সবে কহিল ।। শুনি মুনি ক্রোধানলে, অমনি উঠিল জ্বলে, দণ্ড হাতে কাননে বসিল। দেখে পঞ্চ কন্যা গাছে, দুই হস্ত বাঁধা আছে, গিয়া কাছে জিজ্ঞাসিতে লাগিল ।। কেবা তোরা ও সুন্দরী, কহ মোরে সত্য করি, কেন এ কুবুদ্ধি ঘটিল। শ্রীদ্বারিকানাথ কয়, ক্ষমা কর মহাশয়, তব ভয়ে কয় জনে কাঁপিল ।।

পঞ্চকন্যার বন্ধন এবং রোদন।

চৌপদী। ক্রোধান্বিত অতিশয়, পঞ্চজনে জিজ্ঞাসয়, সত্য কহ পরিচয়, কোথা হতে আইলি কজন। কহ তোরা কার নারী, কোথা তোদের ঘর বাড়ী, নিত্য এসে কর চুরি, কহ দেখি কিসের কারণ ।। মুনির শুনিয়া বাণী, যুড়িয়া যুগল পাণি, কহিতেছে পঞ্চধনী, ক্ষমা কর ধরি তব পায়। লইলাম তব আশ্রয়, হইলে সবে সুদয়, ঘুচাও মনের ভয়,

আর নাহি আসিব হেথায়॥ আমরা অবলা নারী, যদি অপরাধ করি, নিজ গুণে ক্ষমাকরি, এই বার দেহ সবে ছাড়ি। শুনি মুনি ক্রোধানলে, অমনি উঠিল জ্বলে, শিষ্যগণে ডাকি বলে, শীঘ্রবান্ধ হাতে দিয়া দড়ি॥ মুনির আদেশ পায়ে, সকলে আইল ধায়ে, হাতে গলায় রজ্জু দিয়ে, ভূমিতলে রাখিল ফেলিয়ে। কন্যাগণ বলে হায়, ঠেকিনু বিষম দায়, বিপাকেতে প্রাণ যায়, কে উদ্ধার করিবে এ দায়ে। অঙ্গ কাঁপে থর থর, সদা শিরে হানে কর, নেত্রে বারি ঝর ঝর, পড়িতেছে মনের বিষাদে। হায় বিধি বলি তোরে, ফেলিলি বিষম ফেরে, এড়াইব কি প্রকারে, উদ্ধার করিবে কে বিপদে॥ কি করিতে কি হইল, বৃথায় জনম গেল, বাঁচিয়ে কি ফল বল; এই বলি ধূলায় লোটায়। ছাড়িয়া নিশ্বাস ঘন, কিছু নাহি লয় মন, ক্ষণে ক্ষণে অচেতন, হয়ে বলে রহিলাম কোথায়॥ আসিতেম চুপে চুপে, পড়িনু মুনির কোপে, মুক্ত হব কোন রূপে, কাঁদি মনি কাটিবে সকালে। কিছু আর নাহি মনে, ডাক সেই নৃপজনে, যদি নরপতি শুনে, উদ্ধার করিবে অবহেলে॥ হেনকালে নরবর; আরোহিয়ে অশ্বপর, সৈন্যগণ সমিভার, যায় রাজা মৃগয়া করিতে আচম্বিতে শুনে কানে, কান্দে পাছে সেই বনে,

চমৎকার নৃপ শুনে, সৈন্যেতে চলিল বনেতে॥ অশ্ব পরে আরোহিয়ে, বনমাঝে প্রবেশিয়ে, চতুর্দ্দিগে নিরক্ষীয়ে, যায় রাজা খুঁজিতে খুঁজিতে। কত দূর গিয়ে রায়, পাছেরে দেখিতে পায়, বন্ধন হাতে গলায়, পড়ি সবে আছয়ে ভূমেতে॥ দেখি কহে নরপতি, কে তোমরা গুণবতী, কি হেতু দুর্গতি তুমি কহ বিস্তারিয়ে। শুনিয়া নৃপের বাণী, যুড়িয়া যুগল পাণী, কহিতেছে সুবদনী, স্বর্গে বাস সদা ইন্দ্রালয়ে॥ বিনা দোষে দোষী করে, বান্ধিয়াছে মুনিবরে, দেহ ছাড়ি কৃপাকরে, ওহে রাজা ধরি তব পায়। তুমি যদি না ছাড়াবে, জগতে অখ্যাতি রবে, স্ত্রীবধের পাপ হবে, কহিলাম আমরা তোমায়॥ শ্রীদ্বারিকানাথ কয়, ওহে হরি দয়াময়, দেহ মোরে পদাশ্রয়, শুন ওহে দৈবকী নন্দন। আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, দয়া কর মম প্রতি, তব পদে লইনু আশ্রয়॥

পঞ্চকন্যা মুক্ত এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনিকে আপন সসাগরা পৃথিবী দান করেন।

পয়ার। বৈসম্পায়ন বলে করহ শ্রবণ। হরিশ্চন্দ্র সম দাতা নাহি ত্রিভুবনে॥ কন্যাগণে দুঃখ দেখি সদয় হইল। পঞ্চজনে শীঘ্রগতি খালাস করিল॥ বন্ধন দ্বারেতে মুক্ত হয়ে পঞ্চজন। করিলেক নৃপ-

তির চরণ বন্দন ॥ রাজা বলে যাহ সবে আপন নগরী। রাজার আদেশ পায়ে চলে বিদ্যাধরী ॥ ইন্দ্রের ভবনে গেল হরষিত মতি। হেথা অশ্ব আরোহিল অযোধ্যার পতি ॥ হেনকালে মুনিবর উপনীত হয়। কন্যাগণে না দেখিয়া হইল বিস্ময় ॥ মনে করে কোথা কন্যা গেল পলাইয়ে। হাতে গলে রজ্জু দিয়ে রাখিনু বান্ধিয়ে ॥ সে বন্ধন কি রূপেতে হৈল বিমোচন। এইরূপে মহামুনি ভাবে মনে মন ॥ সেই কালে নরপতি গলে বস্ত্র দিয়ে। যোড় করে মুনিবরে কহে দাণ্ডাইয়ে ॥ আমি খসাইনু পঞ্চকন্যার বন্ধন। শ্রুত মাত্র মুনিরাজ হৈল হুতাশন ॥ বলে বেটা এত গর্ব্ব কি হেতু তোমার। আমি যারে বান্ধি তারে করহ উদ্ধার ॥ রাজা বলে মহামুনি করি নিবেদন। আমারে স্মরণ করিবেক যেই জন ॥ তাহার লাগিয়ে যদি প্রাণ মোর যায়। নিজ প্রাণ দিয়া আমি বাঁচাই তাহায় ॥ এত শুনি মুনিবর অতি কোপে জ্বলে। শুন ওরে শিষ্যগণ রাজা কিবা বলে ॥ সহিতে না পারি আর এ সকল কথা। জানা যাবে রাজা তুমি কত বড় দাতা ॥ ধন মদে মত্ত হয়ে কর অহঙ্কার। আমি যা চাহিব তাহা কর অঙ্গীকার ॥ তবেত জানিব তব দয়ার শরীর। কেমন ভূপতি তুমি হও পৃথিবীর ॥ রাজা

বলে ওহে মুনি যে কিছু চাহিবে। চাবা মাত্র মম স্থানে ততক্ষণে পাবে॥ প্রতিজ্ঞা করেছি আমি শুনহে ব্রাহ্মণ। যে যাহা চাহিবে তাহা করিব বিতরণ॥ মুনি বলে আগে তুমি কর অঙ্গীকার। যাচ্ঞা করিব তবে শুন নৃপবর॥ রাজা বলে মুনিবর যে কিছু চাহিবে। চাহিবা মাত্রেতে তুমি মম স্থানে পাবে॥ বিশ্বামিত্র বলে সাক্ষী থাক শিষ্যগণ। প্রতিজ্ঞা করিল রাজা আমার সদন॥ পুনরায় মুনিবর কহে নৃপ স্থানে। সসাগরা পৃথিবী তুমি মোরে দেহ দানে॥ শুনিয়া ভূপতি তখন ভাবে মনে মন। মুনি বলে কি ভাবিছ দেহ হে রাজন॥ রাজা কহে ভাবিতেছি আমি এই মনে। পৃথিবী করিয়ে দান থাকি কোন স্থানে॥ বিশ্বামিত্র হাসি বলে নাহি তোর বোধ। কাশী মাঝে থাক গিয়ে শুনরে অবোধ॥ পৃথিবী সহিত নাহি হয় কাশীপুরী। সকলে জানায়ে শিব হয় অধিকারী॥ তথাকারে যাহ পৃথিবী মোরে করি দান। কহিয়ে দিলাম আমি তোমার সন্ধান॥ শুনিয়া মুনির বাক্য নৃপ মতিমান। কুশ হস্তে রাজ্যসহ করিলেক দান॥ বিশ্বামিত্র বলে দান করিলে সংসার। উপযুক্ত দেহ এবে দক্ষিণা ইহার॥ যেমন দান পরিমাণ তেমন দক্ষিণে। আট কোটি হেম মুদ্রা আগে দেহ গণে॥

রাজা বলে ওহে মুনি চল মোর বাটী। দক্ষিণা তোমারে আমি দিব আট কোটি॥ দ্বারিকানাথ চন্দ্র বলে ওহে নররায়। বিপাকেতে মুনিবর কেলিল তোমায়॥

রাজারে মুনির ভর্ৎসনা এবং মুনির প্রতি রাজার মিনতি।

ত্রিপদী। বিশ্বামিত্রে করি সাথ, চলিলেন নরনাথ, ত্বরাকরি আপনার ঘরে। সভামাঝে উত্তরীয়ে, নিজ মন্ত্রী ডাকাইয়ে, কহিলেন নৃপতি তাহারে॥ ভাণ্ডার হইতে গণি, অষ্ট কোটি মুদ্রা আনি, ত্বরাকরি দেহ মুনিবরে। শুনি মুনি ক্রোধানলে, অমনি উঠিল জলে, ক্রোধে কহে চাহি নৃপবরে॥ নাহি তোর কাণ্ড জ্ঞান, পৃথিবী করিলি দান, ওরে মূর্খ কহিব কি তোরে। একবার দান করে, সেই ধন পুনর্ব্বারে, দিতে চাহ ভুলায়ে আমারে কেমন তোমার দাঁড়া, ভাণ্ডার পৃথিবী ছাড়া, হয় কি তা দেখনা ভাবিয়ে। বালকের ন্যায় তব, দেখি বুদ্ধি অসম্ভব, গেছে বুঝি এক কালে বয়ে॥ ঘোড়া হাতী রাজ্য ভূমি, তাহার হৈলাম স্বামী, তোর আর কিসে অধিকার। অধিকার হয় মাত্র, ভার্য্যা আর তব পুত্র, এই লয়ে যাহ স্থানান্তর॥ শুনিয়ে ভূপতি অতি, ভয়ে ভীত হয়ে মতি, ঘন ঘন ছাড়ায়ে

নিশ্বাস। কি করিব হায় হায়, ঠেকিনু বিষম দায়, আপনি করিনু সর্ব্বনাশ ।। পরে বলে নৃপবর, ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসি আগে অন্দর হইতে। এতেক বলিয়ে রায়, দুঃখ চিত্ত হয়ে কায়, উপনীত রাণীর কাছেতে ।। ভূপতি দেখিয়ে রাণী, কহিছে যুড়িয়া পাণী, অতিশয় খেদান্বিতা হয়ে। মুখচন্দ্র ঘামি-য়াছে, কি বিপদ হইয়াছে, কহ নাথ শীঘ্র বিস্তা-রিয়ে ।। রাজা বলে শুন প্রিয়ে, ভয়ে মম কাঁপে হিয়ে, সব রাজ্য দ্বিজে দিনু দান। দক্ষিণা না পায়ে মুনি, কহে মোরে কটুবাণী, বিস্তর করিল অপমান ।। হইলাম হতজ্ঞান, কিসে পাব পরিত্রাণ, কহ কহ তুমি সুবদনী। শুনি রাণী খেদ মনে, কহিতেছে নৃপ স্থানে, চল যাই যথা আছে মুনি ।। এই কথা বলি রাণী, সঙ্গে করি নৃপমণি, আইলেন মুনির গোচরে। মুনির কাছেতে গিয়ে, ভূমিতলে লোটাইয়ে, দাণ্ডা-ইয়া কহে যোড়করে ।। লয়ে মম আভরণ, যাহ তুমি নিকেতন, মোরা যাই এ দেশ ত্যজিয়া। রাণীর কাকুতি শুনে, কহে মুনি সেইক্ষণে, কিছু মাত্র সদয় হইয়া ।। ওহে রাজা করি শোক, কেন হাসাইবে লোক, যাহ শীঘ্র কাশীর মাঝেতে। রাণী আর আপনাকে, কারাস্থানে বান্ধা রেখে, উদ্ধারহ এদায়

হইতে॥ শ্রীদ্বারিকানাথ কয়, কৃপাকরি পদাশ্রয়, দেহ প্রভু এ দীন জনেরে। আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, চিনিবারে কে পারে তোমারে॥

রাজা রাজ্যত্যাগ করিয়া রাণী এবং আপনাকে, বিক্রয় করিয়া মুনিকে দক্ষিণা দেন।

পয়ার। বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়। বিশ্বামিত্রে রাজ্য দিয়া হইল বিদায়॥ নারী আর পুত্র দোঁহে সংহতি করিয়ে। চলিলেন নররায় রাজ্য ত্যেয়াগিয়ে॥ রাজার দুর্দ্দশা দেখি কান্দে প্রজাগণ। সবে বলে কেন হলো ভূপতি এমন॥ পুণ্যবান দয়াশীল করে সবার হিত। তবে কেন নৃপে দুঃখ হৈল আচম্বিত॥ সসাগরা পতি ছিল সবাকার প্রাণ। পালিত প্রজারে রাজা পুত্রের সমান॥ হায়রে বিধাতা তোরে কি বলিব আর। দুঃখেতে কান্দালি তুই জগত সংসার॥ এইরূপে প্রজাগণ করে হায়২। সকলেতে শান্তাইয়ে চলল নররায়॥ অযোধ্যা ত্যজিয়া গেলা দেশ দেশান্তরে। কতদিনে উপনীত বারাণসীপুরে॥ কাশী মাঝে গিয়া রাজা ভাবে মনেমন। সব্যা বলে প্রভু মোর শুনহ বচন॥ আমারে বিক্রয় কর হাটের ভিতরে। তবে তুমি মুক্ত হবে ব্রাহ্মণের ধারে॥ শুনি রাজা লয়ে যায় দুঃখিত

অন্তর। দাসীকে কিনিবে বলি ডাকে নৃপবর॥ এক বিপ্র ছিল তথা পণ্ডিত সুজন। ছিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন॥ ব্রহ্মা বলেন ওহে পুরুষ রতন। লইবে দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন॥ রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা। লইব এ দাসী মূল্য চারি কোটি সোণা॥ এ কথা শুনিয়ে বিপ্র স্বীকার করিল। চারি কোটি সোণা দিয়ে দাসীরে কিনিল॥ দাসী লয়ে দ্বিজবর যায় নিজবাস॥ মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস॥ আচলে ধরিয়ে শিশু যায় গড়াগড়ি। ছাড় ছাড় বলি বিপ্র খেদাইল বাড়ি॥ সব্যা বলে অনুমতি দেহ দ্বিজবর। সঙ্গে করি লয়ে যাই আপন কুমার॥ দ্বিজ বলে দুইজনে খাইতে কে দিবে। দিনান্তরে এক সের তণ্ডুল পাইবে॥ রাজরাণী বলে তাই খাইব দুজন। দ্বিজ বলে তবে চল যাহা লয় মন॥ সোণা লয়ে রাজা মুনি বিদ্যমান। অল্প দেখিয়ে স্বর্ণ বলে তপোধন॥ আমারে হেওজ্ঞান তুমি করহে রাজন। এরপরে বান্ধি লয়ে যাব নিকেতন॥ আট কোটি লবঘাটি নহে একরতি বিশ্বামিত্রে অবিজ্ঞা না কর মহামতি॥ এ কথা শুনিয়া রাজা দুঃখিত হইল। শিরে হাত দিয়ে তখন হাটেতে চলিল॥ নফর কিনিবে বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। কালুনামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে॥ সে

বলে আমার কার্য্য আছে ত নফরে। চাহি এক নফর শূকর রাখিবারে॥ এতেক ভাবিয়া কালু কহিছে বচন। আপনার মূল্য লবে কতেক কাঞ্চন॥ রাজা বলে নাহি আমি মিথ্যা প্রবঞ্চনা। মূল্য দিয়া ক্রয় কর চারি কোটি সোণা॥ এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল। চারি কোটি মুদ্রা দিয়া রাজারে কিনিল॥ আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিল মুনিবরে। ধন পায়ে মুনি গেল অযোধ্যা নগরে॥ শ্রীদ্বারিকানাথ বলে শুনে লাগে ডর। রাজা হয়ে হইলেন হাড়ির নফর॥

রাজার হাড়ির আলয়ে স্থিতি।

মালঝাপ। নরপতি, দুঃখমতি, হয়ে অতিশয়। চলে বেগে,অনুরাগে, হাড়ির আলয়॥ মায়া ফেরে, যেতে নারে, রাণীরে দেখিয়ে। কত দূরে, গিয়া পরে, দেখে নৃপরায়ে॥ রুহিদাস, পায়ে ত্রাস, কহে জননীরে। মম পিতা, খেদান্বিত, হয়েছে অন্তরে॥ যেতে নারে, মুখ হেরে, মম সবার। দেখি বাপ, মনস্তাপ, পাইল অপার॥ পুত্র বাণী, শুনি রাণী, ভাসে আঁখি জলে। দেখি পতি, রসবতী, পড়ে ভূমিতলে॥ হায় বিধি,বাদ সাধি, কি লাজ রাখিলি বনবাসে, কোন্ দোষে,মহারাজে দিলি॥ দেবরাজ, শিরে বাজ, হানহ আমার। পতি তাপে, প্রাণ

কাপে, সহে নাকো আর ॥ এই রাণী, বলি রাণী, রহে অধোমুখে। হাড়ি সনে, দুঃখ মনে, চলে পূর্ব্ব দিকে ॥ কত দূরে, গিয়া পরে, কালু হাড়ি কয়। ওহে দাস, এই বাস, আমার যে হয় ॥ এই স্থানে, হর্ষ মনে, লয়ে শোরপাল। এদের লয়ে, চরাইয়ে, থাক কিছুকাল ॥ নিশিযোগে, অনুরাগে, সাধি মড়ির দান। এই বলে, গেল চলে, হাড়ি নিজ স্থান ॥ শোর প্রতি, নরপতি, বলে সকাতরে। মল-মূত্র, কেবল মাত্র, ত্যজহ বাহিরে ॥ রাজ আজ্ঞা, অবিজ্ঞা, না করয়ে শূকর। সেই হতে, শূকরেতে, বর্জে স্থানান্তর ॥ হায় হায়, একি দায়, ঘটিল রাজায়। পয়ারেতে, আনন্দেতে, রচি পুনরায় ॥

রাজরাণীর খেদ।

পয়ার। বৈশম্পায়ন বলে শুন নরপতি। সসাগরা পতি হয়ে হৈল হেন গতি ॥ বিধাতার কিবা বাজি বোঝা নাহি যায়। রাজা হয়ে রহিলেন হাড়ির আলয় ॥ দিবসেতে শোর রাখে হাটে মাঠে গিয়া। রজনীতে দান সাধে ঘাটেতে বসিয়া ॥ ঘাটের দানের কথা শুন দিয়া মন। মড়া প্রতি তুমি কড়ি পঞ্চাশ কাহন ॥ এইরূপে নররায় রহিল হেথায়। রাণীর বৃত্তান্ত কিছু কহি পুনরায় ॥ বালক

লইয়ে আছে ব্রাহ্মণের ঘরে। প্রত্যহ আনিয়া পুষ্প যোগায় দ্বিজেরে॥ এইরূপে নিরবধি কুসুম যোগায়। দৈবের নির্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়॥ এক সের তণ্ডুল পায় বেলা অবসানে। ঘরে ঘরে খুদকুড়া কিছু মাগে আনে॥ সেইত তণ্ডুল মাঝে এক অংশ ধান্য। তৈল লবন নাহি সুধু খায় অন্ন॥ তিন ভাগ রুহিদাসে দেয় খাইবারে। একভাগ রাখে সব্যা আপনার তরে॥ কত দুঃখ পায় রামা রাজরাণী হয়ে। নিশিতে ভূমিতে কেবল থাকয়ে শুইয়ে॥ যাহার না হতো নিদ্রা পালঙ্ক উপরে। গড়াগড়ি যায় সেই ভূমের উপরে॥ পেটভরে অন্ন নাহি পায় সব্যা খেতে। এমন নাহিক বস্ত্র দেয় যে অঙ্গেতে॥ শীতেতে শুইয়া থাকে বুকে দিয়ে হাত। থর২ অঙ্গ কাঁপে কদলির পাত॥ বিধাতা করয়ে যাহা কে খণ্ডাতে পারে। রুহিদাসে রাখে সদা বুকের উপরে॥ মরি বাছা অভাগির এই ভাগে ছিল। রাজপুত্র হয়ে সব বঞ্চিত হইল॥ পূর্ব্ব জন্মেতে বুঝি করেছিনু পাপ। সেই হেতু এই জন্মে পাই মনস্তাপ॥ রাজ্যনাশ বনবাস করাইল বিধি। প্রাতির বিচ্ছেদে রাণী কান্দে নিরবধি॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণার বিন্দু মনে করি আশ। শ্রীদ্বারিকানাথ গ্রন্থ করিল প্রকাশ॥

রুহিদাসের প্রতি শিবের অভিশাপ।

পয়ার। এইরূপে দুইজনে বড় দুঃখ পায়। রুহিদাস নিত্য পুষ্প আনিয়া যোগায়॥ দ্বিজেরে করয়ে সেবা অতি ভক্তি করি। সম্মুখে সর্ব্বদ থাকে হয়ে আজ্ঞাকারি॥ সন্তুষ্ট হইল দ্বিজ শিশুর সেবায়। রুহিদাস প্রতি তখন হাস্য মুখে কয়॥ শুনরে দুঃখিনীর পুত্র আমার বচন। মিষ্টান্ন লইয়া কিছু যাহ নিকেতন॥ লইয়ে সামিগ্র মায়ে করগে অর্পণ। মায়ে পোয়ে দুইজনে করহ ভক্ষণ॥ এতবলি শিশু হস্তে করিল প্রদান। রুহিদাস লয়ে গেল জননীর স্থান॥ রাণীবলে ওরে বাছা পেলি কোথাকারে। এমন সামিগ্র কেবা দিলেক তোমারে॥ রুহিদাস বলে মাগো শুন বিবরণ। এসব সামিগ্র মোরে দিলেক ব্রাহ্মণ॥ এতশুনি রাজরাণী পুত্র নিল কোলে। সে সব সামিগ্র খাওয়াইল কুতুহলে॥ মিষ্টান্ন খাইয়ে তখন রাজার নন্দন। ঢেকীর আগারে গিয়ে করিল শয়ন॥ পরদিন পুষ্প অন্বেষণে শিশু গেল। কণ্টক সহিত পুষ্প তুলিয়া আনিল॥ আনন্দে আবেশ হয়ে চলে দ্বিজ ঘরে। যাইয়ে বাটির মাঝে দিল দ্বিজবরে॥ পূজা করে দ্বিজবর হয়ে কুতুহলি। শিব অঙ্গে দেয় পুষ্প অঞ্জলি অঞ্জলি॥ কণ্টক

সহিত পুষ্প মস্তক উপরে। বাজিল কণ্টক শিরে ভেদিল অন্তরে ॥ ক্রোধে কম্পবান শিব বলে ডাক দিয়ে। উপহাস করে বুঝি ভিক্ষারী দেখিয়ে যোড়করে দ্বিজবর কহিছে তখন ॥ কি কারণে এত ক্রোধ দেব পঞ্চানন ॥ আমি নাহি জানি এতে কণ্টক আছয়। এনেছে এ পুষ্প তুলি দুঃখিনী তনয় ক্ষমা কর পশুপতি লইলাম শরণ। শুনি পুনঃ সদাশিব কহিছে বচন ॥ জর্জ্জর হইল অঙ্গ শেল বাজে বুকে। অবশ্য তাহারে কল্য দংশিবে তক্ষকে ॥ যেমন আমার অঙ্গ হৈল জ্বালাতন। বিষেতে জ্বলিয়া তার হইবে মরণ ॥ দ্বিজবর বলে প্রভু কি বাক্য কহিলে। অবোধ শিশুরে এত কেন শাপ দিলে ॥ কাঙ্গালীর পুত্র সেই আর কেহ নাই। কৃপা করি শাপে মুক্ত করহ গোসাঞি ॥ তুমি যদি রক্ষা নাহি করিবে এহারে। জগতেতে গালি সবে দিবেক আমারে ॥ শিব বলে যেই বাক্য বাহিরেছে তুণ্ডে। অবশ্য তক্ষক কালি দংশিবেক মুণ্ডে ॥ শাপ দিয়া পঞ্চানন চলিল কৈলাস। এতদিনে হরিশ্চন্দ্রের হৈল সর্ব্বনাশ ॥ এ সব বৃত্তান্ত নাহি জানে রুহিদাস। সুখেতে শুইয়া আছে জননীর পাশ ॥ রজনীতে রাজরাণী দেখিল স্বপন। তক্ষকে দংশিলে শিশু হইল নিধন ॥ অমনী কান্দিয়ে রাণী উঠে

উচ্চৈঃস্বরে। ভূমে হৈতে ত্বরা করি তুলিল কুমারে॥ মুখে চুম্ব দিয়া রাণী দেখে চাঁদ মুখ। কুস্বপ্ন দেখি মম ফাটিতেছে বুক॥ ওরে বাছা রুহিদাস প্রাণ কাঁপে ডরে। অভাগী মায়েরে বুঝি তুমি যাবে ছেড়ে॥ মায়ের ক্রন্দনে কান্দে রাজার নন্দন। মিছা মিছি কেন বাছা করহ ক্রন্দন॥ পুরাণেতে শুনিয়াছি সব শাস্ত্রে কয়। আপনি দেখিলে স্বপ্ন পর মন্দ হয়॥ জন্মিলে মরণ হয় কিবা আগু পিছু। নিবেদন করি মাতা ভয় নাহি কিছু॥ প্রবোধ না মানে রাণী উচ্চৈঃস্বরে কান্দে। ধূলায় লোটায় যেন কেশ নাহি বান্ধে॥ বলিতে২ হৈল নিশি অব-সান। দুঃখে রাণী বসিয়াছে লইয়া সন্তান॥ শ্রীদ্বা-রিকানাথ বলে ওহে দয়াময়। এ দিন জনেরে প্রভু দেহ পদাশ্রয়॥

রুহিদাসের তক্ষক দংশনে মৃত্যু।

লঘু-ত্রিপদী। রজনী প্রভাত, হৈল অকস্মাৎ, দিনমণি প্রকাশিল। রাজার তনয়, উঠিয়া ত্বরায়, বদনেতে বারি দিল॥ সাজি লয়ে হাতে, কাননের পথে, যায় পুষ্প তুলিবারে। রাজার রমণী, দেখিয়া অমনী, পুত্রের করেতে ধরে॥ বলে বাছাধন, মায়ের বচন, হেলন করোনা তুমি। শুনরে বচন, কুসুম চয়ন, করি আনি দিব আমি॥ কাননেতে

যাও, মার মাথা খাও, বাক্য রাখ যাদুমণি। অবোধ নন্দন, শুনহ বারণ, মান্য কর মম বাণী॥ যতে বুঝায়, তবু নাহি রয়, রুহিদাস যায় চলে। দেখি রাজরাণী, পড়িছে অমনি, কান্দে অতি শোকানলে॥ রাজার নন্দন, দিল দরশন, কানন মাঝারে গিয়ে। ফুটেছে মালতী, আর জাতীযুথি, কত কত বিস্তারিয়ে॥ সেই সব ফুল, হইয়ে আকুল, তুলিলেন সাজি ভরে। পাছেতে আসিয়ে, গায়েতে উঠিয়ে তক্ষক দংশিল শিরে॥ সর্পের দংশনে, না হেরে নয়নে বলিতে ঘোরয়ে গা। ভূমেতে পড়িয়ে, কান্দিয়ে২, বলে কোথা আছ মা॥ করি অহঙ্কার, বচন তোমার, মা শুনিনু অবহেলে। আসি এক বার, জননী আমার, দেখাদেহ মৃত্যুকালে॥ করিয়ে ক্রন্দন, ত্যজিল জীবন, যেন শিশু ঘুমাইল। হেথা রাজরাণী, হইয়ে দুঃখিনী, দেখে শিশু না আইল। মনে পায়ে ত্রাস, ছাড়িয়ে নিশ্বাস, চলে পুত্র খুজিবারে॥ হাটে ঘাটে গিয়ে, দেখিল খুজিয়ে খেদিত হয়ে অন্তরে॥ দেখা না পাইয়ে, চলিল ধাইয়ে, রাজরাণী মালঞ্চেতে। মালঞ্চেতে যায়, দেখিবারে পায়, পড়িয়ে আছে ভূমেতে॥ নিকটেতে গিয়ে, কলয়ে ডাকিয়ে, ওরে বাছা রুহিদাস কেন ভূমিতলে, পড়িয়ে রহিলে, উঠিয়ে চলহ বাস॥

ত্রিপদী রচনে, দ্বারিকানাথ ভণে, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান। যে জন শুনিবে মুক্ত হয়ে যাবে, অন্তে পাবে নারায়ণে॥

পুত্রশোকে রাজরাণীর ক্রন্দন।

পয়ার। মরাপুত্র কোলে করি কান্দে রাজরাণী উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে উঠিরে নীলমণি॥ চাহরে মায়েরপানে বাপ রুহিদাস। এতদিনে অভাগীর হৈল সর্ব্বনাশ॥ কান্দিয়ে২ সব্যা গেল দ্বিজ ঘরে। বিবরিয়ে যত কিছু কহিল দ্বিজেরে॥ দ্বিজ বলে কেন কান্দ যা ছিল কপালে। বহু দুঃখ পাইল শিশু থাকি ঢেকীশালে॥ তুলিয়ে লইয়ে পুত্র যাই গঙ্গাতীরে। সৎকার্য্য করিবে তার আইস মোর ঘরে॥ আমার বাটীতে আসি প্রাণত্যাগ কৈল। সকল পাইবে তব পুত্র কেবল মৈল॥ রাণী বলে ওগো গোসাঞি নিবেদি চরণে। পুত্র বিনে বল প্রভু কি কার্য্য জীবনে॥ হাতের কঙ্কণ লয়ে কর মোরে পার। পুত্রশোকে তনু আমি না রাখিব আর॥ দ্বিজ বলে আন তবে হাতের কঙ্কণ। ঋণেতে আমার স্থানে হইবে মোচন॥ এত শুনি হাতের কঙ্কণ রাণী দিল। ঋণে মুক্ত হয়ে তব ভূমে লোটাইল॥ দুর্ম্মতি দ্বিজ নারায়ণ বুঝিনু সকল। এ দায়ে করিলে মুক্ত এজন্মের তরে। এতবলি রাজরাণী

হইল বিদায়। মরা পুত্র নিকটেতে পৌছিল ত্বরায়॥ দেখিল সোণার তনু লোটায় ধুলায়। কান্দিয়ে২ সব্যা তুলিল ত্বরায়॥ ওরে বাপ রুহিদাস মার বালাই লয়ে। কোন দোষে অভাগীরে গেলেরে ছাড়িয়ে॥ এত বলি মরা পুত্র লৈল কোলে করি। শোকেতে আকুল হয়ে চলে ধিরি২॥ ঘন২ চুম্বখায় ডাকে উর্দ্ধ মুখে। ক্ষণে ক্ষণে বাছা বাছা বলি সব্যা ডাকে॥ চলিতে সকতি নাই পাগলিনী প্রায়। দুই নেত্রে অবিশ্রান্ত জলধারা বয়॥ শ্রীদ্বারিকা-নাথ বলে ওহে দীনবন্ধু। আসন্ন কালেতে পার কর ভবসিন্ধু॥

রাণীর সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের ক্রন্দন।

ত্রিপদী। রাজরাণী শোকানলে, মরা পুত্র করে কোলে, চলি যায় জাহ্নবীর তীরে। ঘোর নিশি অন্ধ-কার, দিগ২ চেনা ভার, ভয় পায় দেবতা অন্তরে॥ হেন স্থানে রাজ দারা, শোকে হয়ে জ্ঞান হারা, উপনীত শ্মশান মাঝেতে। মরা পুত্র করি কোলে, বসিল জাহ্নবী কূলে, নারি২ ফেলে মায়ার জলেতে॥ যখন রাত্রি দণ্ড ছয়, হরিশ্চন্দ্র মহাশয়, ঘাটে২ বুলে চৌকী দিয়ে। সেই কালে কাঁদে রাণী, দূরে হতে নৃপ শুনি, কহে বাণী চরেরে ডাকিয়ে॥ শুন ওহে অনুচর, যাহ সবে শীঘ্রতর, কে এসেছে ফেলিবারে

মড়া। তথায় যাইয়ে সবে, আমায় খবর দিবে, একজন আসিখাড়া॥ নৃপতি আদেশ পায়ে,চরগণে যায় ধায়ে, যেই স্থানে আছে রাজরাণী। দেখে জাহ্নবীর কুলে, বসিয়াছে মড়া কোলে, পরস্পর করে কানাকানি॥ কেহ বলে ওরে ভাই, এ মাগী দেখিতে পাই, হবে বুঝি বড় ঘরের মেয়ে। আসি আছে নিশাকালে, মড়ারে করিয়া কোলে, চুপি২ যাবে ফেলাইয়ে॥ শীঘ্র যাহ এক জনে, কহগে কর্ত্তার স্থানে, এই যে সকল বিবরণ। হেনকালে মহাশয়, হরিশ্চন্দ্র নররায়,সেই স্থানে দিল দরশন॥ রাজারে দেখিয়ে চর, কহে করি যোড়কর, দেখ আগে আপনি নয়নে। এক মাগী চোরা এসে, জলের ধারেতে বসে, চুরিকরি ফেলিবে সন্তানে॥ শুনি রাজা ক্রোধভরে,সবারে ভৎর্সনা করে,অতি-শয় রাগান্বিত হয়ে। কোথা ঘর বাড়ি,নিত্য২ করে চুরি, আসি বুঝি যাস ফেলাইয়ে॥ আজি শাস্তি দিব তোরে, যেন না এমন করে, মড়া ফেলে যাস লুকাইয়ে। রাণী বলে হায় হায়, শুন ওহে মহা-শয়, কটু কহ কিসের লাগিয়ে॥ দ্বারিকানাথ বলে বাণী, শুন ওগো রাজরাণী, ক্ষান্ত কর পরিচয় দিয়ে। জানে নাকো নররায়, তাই তোমায় কুটু কয়, শুনি রাজা মরিবে কান্দিয়ে॥

রাণী হরিশ্চন্দ্রে পরিচয় দেন।

পয়ার। রাণী বলে ওহে দানী কেন দেহ দুঃখ। পুত্র শোকে কাতরেতে ফাটে মোর বুক॥ কোথা টাকা কড়ি সঙ্গে নাহি কোন কেহ। না দেখি তোমার হৃদে আছে মায়া মোহ॥ রাজা বলে আর কত সহিব জঞ্জাল। চাবুকেতে ওরে মাগী তুলেনিব ছাল॥ কোথা হৈতে এলি তুই কোথা তোর ঘর। না জানিস এ ঘাটের আমি লই কর॥ রাণী বলে একি আর ঠেকিনু আপদে। কোন দেশে কোন জন মড়ার কাড়ি সাধে॥ নাহি মড়া ফেলাইব যাব অন্যঘাটে। মনেতে করেছ বুঝি কাড়িলবে বেটে॥ রাজা বলে ঘাটে এলে নিয়ম আমার। পঞ্চাশ কাহন কড়ি প্রত্যেক মড়ার॥ এক লক্ষ টাকা দিয়া লয়েছি ইজারা। মোর বাক্য শুন তুমি ওরে মাগী চোরা॥ শব্যা বলে তুমি কেন না ছাড়িবে মোরে। আমা সম অভাগিনী নাহিক সংসারে॥ একে২ সব কথা করি নিবেদন। মরেছে আমার পুত্র দৈবের ঘটন॥ রাজা বলে ওরে মাগী কত কর ছল। অধিক কহিলে কথা পাবি প্রতিফল॥ শব্যা বলে আরে বিধি কি করিলি দশা। নীচজনে এক্ষণেতে কহে কটুভাষা॥ সহিতে না পারি আর উত্তর বচন বারেবারে কটু কহে কিশের কারণ॥ কোথায়

রয়েছ ওহে অযোধ্যার পতি। বিশ্বামিত্রে দান করি সকল বসতি॥ শেষেতে দক্ষিণা লাগি দ্বিজ নাহি ছাড়ে। আমারে বিক্রয় কর ব্রহ্মণের ঘরে॥ দাসী হয়ে রহিলাম লয়ে রুহিদাস। তক্ষকে মারিল পুত্র হৈল সর্ব্বনাশ॥ কোথায় রহিলে ওহে প্রাণের ঈশ্বর। এই দেখ নীচ জনে কহে কটুত্তর॥ কোন পথে গেল মোর স্বামী গুণমণি। হরিশ্চন্দ্র হৈল কাষ্ঠ এই বাক্য শুনি॥ রাণীর শুনিয়া বাণী চক্ষে পড়ে জল। কি বলিলে বল ফিরে করিলে পাগল॥ তোমার পতির কহ কিবাছিল নাম। বাস করিতেন তিনি বল কোন গ্রাম॥ রাণী বলে কি হইবে তো- মারে বলিলে। হরিশ্চন্দ্র মহারাজ জানয়ে সকলে॥ রুহিদাস নাম এই পুত্রের আছিল। তক্ষক দংশনে পুত্র এখনি মরিল॥ এত বাক্য হৈল যদি রাজরাণী তুণ্ডে। আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে ভূপতির মুণ্ডে॥ কদলী তরু ন্যায় পড়িল ভূতলে। সেইক্ষণে চরগণ শীঘ্র আসি তোলে॥ কান্দিয়ে অস্থির হৈল হরি- শ্চন্দ্র রায়। নিকটেতে গিয়া রাজা সব্যাপ্রতি কয়॥ মোর নাম হরিশ্চন্দ্র আমি সে ভূপতি। আমার কপালে পরে হৈল হেন গতি॥ শুনিয়া কহিছে তবে সব্যা গুণবতী। হরিশ্চন্দ্র হবে তুমি কি তব সকতি॥ মড়া দানসাধ সদা রীত কদাচার। হরি-

শ্চন্দ্র হই বল একোন বিচার॥ অনাথা দেখিয়ে বুঝি কর উপহাস। না হইতে পার তুমি তার দাসের দাস॥ রাজা বলে কেন গালি দিতেছ আমারে ক্রমেতে সকলকথা কহি যে তোমারে॥ সব্যা নাম হয় তব শুন সুবদনী। অযোধ্যানগরে মম ছিল রাজধানী দ্বিজেরে দিলাম দান হয়ে উন্মত্ত। তোমার পিতার নাম হয় সোমদত্ত॥ দক্ষিণা দিলাম আমি তোমারে বেচিয়ে। এক্ষণেতে আছি আমি হাড়ির আলয়ে॥ এতেক শুনিয়া রাণী রাজা পানে চায়। কপালে আছয়ে চিহ্ন দেখি বারে পায়॥ দেখিয়া প্রত্যয় গেল তবে রাজরাণী। রাজারে চাহিয়া সব্যা কহিতেছে বাণী॥ পুত্রের শোকেতে মোর না রহে জীবন। শীঘ্রগতি দুজনার করহ দাহন॥ রাজা বলে আমি ও মরিব তবসাথে। তিলেক নাহিক সাধ এ প্রাণ রাখিতে॥ এই কথা বলি রাজা চিতা সাজাইল। স্নান করি সূর্য্যদেবে অর্ঘ্য তবে দিল॥ আনিল চন্দনকাষ্ঠ ঘৃত শত ভার। ভূমিষ্ঠ হইয়ে দণ্ডবৎ বারেবার॥ দ্বারিকানাথ চন্দ্র বলে আর কিবা দেখ বৃথায় জনম গেল কৃষ্ণ বলে ডাক।

হরিশ্চন্দ্রের স্তবে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

পয়ার। বৈশম্পায়ান বলে শুন জন্মেজয়। পুত্র শোকে হরিশ্চন্দ্র দুঃখিত হৃদয়॥ শোকেতে কাতর

হয়ে মরিবারে যায়। ডাকি বলে ওহে কৃষ্ণ রহিলে কোথায়॥ অধম জনার বন্ধু তুমি নারায়ণ। মৃত্যু-কালে একবার দেহ দরশন॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। তুমি রাত্রি তুমি দিবা তুমি চরাচর তুমিইন্দ্র তুমিচন্দ্র তুমিদিবাকর। সকলের নাথ তুমি জগৎ ঈশ্বর॥ কৃপাকর কৃপাসিন্ধু দিনবন্ধু হরি। একবার দেহ দেখা অন্তে দয়া করি॥ তোমার মহিমা প্রভু বুঝিতে নাপারি।প্রথমে করিলে মোরে রাজ্য অধিকারী॥ ওহে জগদীশ মোরে এই দয়া কৈলে। রাজ্য ধন লয়ে শেষে কুহিদাগে মারিলে॥ কাঙ্গালের প্রাণধন দেব জনার্দ্দন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে হরি পতিত পাবন॥ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি অ নি হে তোমায়। একবার দেহ দেখাও হে যদুরায়॥ দ্বারিকা নগরে প্রভু দৈবকীর নন্দন। পঞ্চাশব্যঞ্জন লক্ষ্মী করিয়া রন্ধন॥ পরিবেশন করে দেবী সুবর্ণের থালে। হরিশ্চন্দ্র কৃষ্ণ বলি ডাকে হেনকালে॥ ভকতবৎসল প্রভু জানিল অন্তরে।অন্নরাখি হরিতবে দাড়াইল দ্বারে॥ তাহাদেখি লক্ষ্মীদেবী হৈল চমৎ-কার। বলে নাথ তেয়াগিলে কি দোষ আমার॥ গোবিন্দ বলেন তব কিছু দোষ নাই। হরিশ্চন্দ্র ভক্তে আমি রাখিবারে যাই॥ ভক্তের ক্রন্দন মম বাজিয়াছে বুকে। সেবক আকুল হয়ে কৃষ্ণ বলি

ডাকে ॥ হরিশ্চন্দ্র সম ভক্ত নাহি ত্রিভুবনে। আমি না জাইলে সেই ত্যজিবে জীবনে ॥ সেইক্ষণে ডাকি হরি দ্বারিকে কহিল। কৃষ্ণ আজ্ঞা পাইয়া দ্বারি রথ আনাইল॥ আরোহণ হৈল রথে শ্রীমধুসূদন। বারাণশী তীরে রথ করিল গমন॥ ঘর্ঘর শব্দেতে রথ চলে বায়ু বেগে। যথা আছে হরিশ্চন্দ্র তথা গিয়ে লাগে হেথা রাজা চিন্তা বেড়ি ঘোরে ঘনেঘন। হা কৃষ্ণ গোবিন্দ বলি করয়ে রোদন॥ মনে করে অগ্নিকুণ্ডে পশি দুইজন। অমনি রাজার হাতে ধরে নারায়ণ রাজা বলে দেখ রাণী ধরে কেবা হাতে। শঙ্খচক্র গদা পদ্ম পাইনু দেখিতে॥ এই কথা বলি বলে তুমি কোন জন। হরিশ্চন্দ্রে হরি বলে আমি নারায়ণ। তোমার সমান ভক্ত নাহি ত্রিভুবনে। কেহ২ হেনদশা হৈল কি কারণে॥ তব দুঃখ দেখে হৈল মন উচাটন দ্বারিকা হইতে মম হৈল আগমন ॥ বর চাহ নরপতি যাহা লয় মনে। দেখিয়া ভূপতি শীঘ্র পড়িল চরণে ॥ পদতলে পড়ি রাজা কৃষ্ণ২ বলে। অমনি তুলিল হরি আপনার কোলে ॥ কোলেতে তুলিয়ে কৃষ্ণ কহিছে বচন। কি তব বাসনা কহ২ হে রাজন রাজা বলে যদি প্রভু হইলে সদয়। কৃপাকরি জনার্দ্দন বাঁচায় তনয় ॥ শুনিয়ে ভক্তের বাক্য দেব যদুরায়। পদ্মহস্ত রুহিদাসের অঙ্গেতে বুলায় ॥ শ্রী অঙ্গ

পরশে উঠে রাজার নন্দন। সেইকালে মুনি সহ আইসে দেবগণ।। দ্বারিকানাথ চন্দ্র বলে ওহে দয়া-ময়। পণ্ডিতেরে দয়া করি দিও পদাশ্রয়।।

রাজা দেবতার স্থানে বর পাইয়া নিজ রাজ্যে গমন করেন।

ত্রিপদী। অগ্রে আসি শূলপাণী, পশ্চাতে আইল মুনি, ধর্ম্মরাজ পরে দেখা দিল। দেখি রাজা মহা-দেবে, প্রণময়ে ভক্তি ভাবে, শেষে ধর্ম্মে প্রণাম করিল।। তার পরে মুনিবরে, প্রণময়ে যোড় করে, দাণ্ডাইয়া যুড়ি দুইহাত। বিশ্বামিত্র মুনিবলে, ধন্য তুমি এমণ্ডলে, শুনহ ওহে নরনাথ।। যাহতুমি নিজ দেশে, সুখেতে আপন বাসে, প্রজাগণ করহ পালন। রাজা বলে মুনিবরে,দান করি লব ফিরে, হেন আজ্ঞা কর কি কারণ।। যদি কেহ দান করে, পুনর্ব্বার লয় ফিরে, তার হয় নরকেতে বাস। মুনিবলে শুন তবে, সকল বৃত্তান্ত পাবে, কহি এবে করিয়া প্রকাশ।। তব ভার্য্যা যার দাসী, হয়েছিলেন হেথা আসি,সেই বসি ওই দেখ হর। ধর্ম্মরাজা অবশেষে, আসিয়া হাড়ির বেশে, তোমারে যে রাখিল নফর।। দেখিনু তোমারে ছলি, নিজ রাজ্যে যাহ চলি, বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। তোমাবিনে প্রজাগণ, সবে আছে দুঃখ মন, সদা তারা করিছে

রোদন ॥ যদিবল দান করেছ্‌নাহি আমি লব ফিরে শুন তবে তাহার কারণ। আমারে করেছ দান, আমিতব রাখি মান, পুনর্ব্বার করিনু অর্পণ। নাহয় আমার কার্য্য, রাজা বিনা কেবা রাজ্য, শাসিবারে পারে হে রাজন। নাহবে তোমার পাপ, মিছে কেনে কর তাপ, যাহ শীঘ্র আপন ভবনে ॥ এত বলি চারিজনে, চলি গেল নিজস্থানে, মহারাজে আশী-র্ব্বাদ করি। রাজা হরিশ্চন্দ্ররায়, শুনি হয়ে সবিস্ময়, মনে ভাবে যাই নিজ পুরী ॥ পরেরাণী সমির্ভারে, রুহিদাস হস্তেধরে, চলে ভূপ অযোধ্যানগরে। তিন দিন পরে রায়, উত্তরিল অযোধ্যায়, সব্যা আর পুত্র সঙ্গে করে ॥ অযোধ্যা নিবাসি যত, সবে হইল আনন্দিত, আবাল বৃদ্ধ যুবা আদি করে। নৃপ এলো রাজধানি, সবে দেয় জয়ধ্বনি, মন্ত্রীবর ধায় উভ-রড়ে ॥ ওহে দিনবন্ধু হরি, এদাসরে দয়া করি, পার কর এ ভব সংসার। পড়েছি মায়াকূপে, পার কর কোন রূপে, তব পদ করিলাম সার ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিজরাজ্যে আগমন করিয়া রাজা হইয়া প্রজাগণ প্রতিপালন করেন।

পয়ার। নৃপতি আইল রাজ্যে সবে আনন্দিত। সম্মুখেতে মন্ত্রীশ্বর হৈল উপনীত ॥ মন্ত্রীরে দেখিয়া রায় দিল আলিঙ্গন। কহ২ ওহে মন্ত্রী আছহ কেমন

মন্ত্রী বলে শুন নৃপ কি কর জিজ্ঞাসা। তোমা বিনা সকলের হয়েছে দুর্দ্দশা। দুর্ভিক্ষ মড়ক হৈল সব অমঙ্গল। খাদ্য দ্রব্য বিহনেতে হয়েছে দুর্ব্বল॥ শীঘ্র আসি সিংহাসনে বৈসহ ভূপতি। সকল প্রজার তুমি ঘুচাও দুর্গতি॥ এত বলি হরিশ্চন্দ্র আনে আগুসারি। কদলির বৃক্ষ পুতিয়াছে সারি২॥ দ্বারে জল পূর্ণঘট আর আম্রডাল। বাটীতে প্রবেশ করিলেন মহীপাল॥ ভূপতি যাইয়া বৈসে পাতি সিংহাসন। আসে পাশে বৈসে আসি যত সভাজন॥ পরে রাজরাণী লয়ে যত সহচরী। অন্দর ভিতরে বসাইল করে ধরি॥ ঘুচিল রাজার দুঃখ কিছু নাহি আর। সুখেতে পালন করে সকল সংসার॥ রাজা আইলেন রাজ্যে শুনি বন্ধুগণে। হরিষেতে সকলেতে আইল দরশনে॥ সবারে আদর করি হরিশ্চন্দ্র রায়। সম্মান রাখিয়া হর্ষে সবায় বসায়॥ আনন্দের সীমা নাই অযোধ্যানগরে। গান বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে॥ ঘুচিল সকল দুঃখ হলে পূর্ব্বমত। আবাল যুবক আদি সবে আনন্দিত তবে কত দিন পরে সভায় বসিয়ে। কহিতে লাগিল রায় মন্ত্রীরে চাহিয়ে॥ ওহে মন্ত্রীবর শুন আমার বচন। রাজসূয় যজ্ঞে মম লইয়াছে মন॥ তোমরা সকলে দেখ করিয়া বিচার। পুরোহিত ডাকি শীঘ্র

আনহ আমার ॥ রাজার আদেশে পায়ে বিলম্ব না করে। দূত পাঠাইল পুরোহিত ডাকিবারে ॥ দূত গিয়া পুরোহিতে সম্বাদ জানায়। শ্রুত মাত্রে রাজ সভায় উপনীত হয় ॥ পুরোহিত দেখি রায় আনন্দিত মন। বসিবারে আনি দিলরত্ন সিংহাসন পরেতে যজ্ঞের কথা কহে বিস্তারিয়া। শুনি কহে দ্বিজবর রাজারে চাহিয়া ॥ যজ্ঞের সামগ্রী তুমি কর আয়োজন।শুভকর্ম্মে বিলম্বতে নাহি প্রয়োজন দ্বিজের আদেশ পায়ে নৃপতি উল্লাস। পাঁচালি প্রবন্ধে কহে দ্বারিকানাথ দাস ॥

হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞারম্ভ।

পয়ার। রাজ আজ্ঞা অনুসারে যতেক কিঙ্কর। সপ্ত যোজনের পথ যুড়ি বান্ধিলেক ঘর ॥ সেঘর বর্ণিতে সাধ্য নাহিক আমার। প্রত্যক্ষেতে নির্ম্মা- ইল কাঞ্চনের দ্বার ॥ স্থানে২ মণি জ্বলে আবাস ভিতর। প্রজ্বলিত দেখি যেন দীপ্ত দিবাকর ॥ নি- র্ম্মাণ করিয়া পুরী নৃপে জানাইল।সেইক্ষণে নরপতি শিরোপা কহিল ॥ পরেতে থুইল দ্রব্য আবাস ভিতর। চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় রাখে বহুতর ॥ আসন বসন দ্রব্য থুইল সব ঘরে। স্থানে স্থানে নানা দ্রব্য রাখে অনুচরে ॥ অনেক রজত পাত্র ভোজন কারণ। সকল ঘরেতে রাখে করি আয়ো-

জন॥ স্থলে২ গৃহ অতি মনোহর স্থল। নানা বৃক্ষ রোপিল সহিত ফুল ফল। দিব্য২ কৈল গৃহ চারি জাতি ক্রম। অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোক মনোরম॥ দেখিয়ে আশ্চর্য্য অতি করিল নির্ম্মাণ। ইন্দ্র আদি দেবগণে করয়ে বাখ্যান॥ হেথা রাজা নিমন্ত্রণে যায় স্থানে২। রাজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র আছে যত জনে॥ প্রত্যক্ষেতে নিমন্ত্রণ করিল ভূপতি। পরেতে সংবাদ দিল আপন বসতি রাজা বলে মম রাজ্যে সকলে আসিবে। রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে॥ এই রূপে আছে রায় মন আনন্দেতে। আসিতেছে কত লোক দেশান্তর হতে। হস্তী অশ্ব পদাতিক করিল সাজন॥ কত দেশ হইতে আইল রাজাগণ॥ সৈন্য সামন্ত সঙ্গে আছে কত জনা। কাহার হইবে সাধ্য করিতে গণনা॥ পরেতে আইল কত ব্রাহ্মণ মণ্ডল। মুনি আদি ঋষি বসিয়াছে যত স্থল॥ থাও২ লিও২ এই মাত্র শুনি। লোকেতে পূর্ণিত হৈল সব রাজধানী হরিশ্চন্দ্র মহারাজ যজ্ঞ আরম্ভিল। সসাগরা লোক আসি একত্র হইল। দ্বারিকানাথ চন্দ্র বলে দীন ব্রহ্ম হরি। অধমেরে দয়া কর দিয়ে পদতরী॥

জন্মেজয় বিস্তারিয়ে কহে মুনিবর। মন দিয়ে মহারাজ শুন অতঃপর॥ যজ্ঞস্থলে কুতূহলে যাইয়ে

রাজন। বামে লয়ে বসাইয়ে রাণীরে তখন।। ভক্তি ভাবে নৃপভুবে বসি যজ্ঞস্থলে। হরষিতে কুশহাতে মনিগণ বলে।। গুরুপদে মনসাধে অগ্রেতে পূজন পুজিবারে যত্নকরে দৈবকী নন্দন। পুরোহিত মনো-হিত করে সর্ব্বক্ষণ। বস্ত্র লয়ে পদ দ্বয়ে করিল অর্পণ এত শুনি যত মুনি আনন্দিত মন। প্রত্যেকেতে নর-নাথে, করাখি বরণ।। তার পর দ্বিজবর যত আসি ছিল। গাভিদান নানা স্থান সকলেরে দিল।। শান্ত মতি নরপতি যতেক আইল। নৃপবর সবকার মতি সম্মান রাখিল।। তবে মুনি ঘৃত আনি দিলেক আ-হুতি। যোড়করে নৃপবরে করিল প্রণতি।। নামা-মৃত হয়ে মত্ত রাজা করে পান। কৃষ্ণপদে মনসাধে অর্ঘ দিল দান।। জয়ধ্বনি মাত্র শুনি হরি সংকীর্ত্তন হয় নাই হবে নাই এমন রাজন।। দ্বারিকানাথ প্রণিপাত করে কৃষ্ণ পদে। দয়াকরে এ জনারে রাখ হরি পদে।।

হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ।

পয়ার। মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন। সুধাসম রাজসূয় যজ্ঞের কথন।। শুভক্ষণে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি যে দিল। ঘৃতিল মধু দিয়া অনলে তুষিল ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিল রজত কাঞ্চন। পাইয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দ্বিজগণ।। তবে রাজা বিদায় করিল মুনি

গণে। হরষিতে চলে সবে আপনার স্থানে॥ সেই কালে মন্ত্রি সব যোড়করে কয়। আমার বচন কিছু শুন মহাশয়॥ বহুদিন আসিয়াছে যত রাজাগণ। বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবন॥ সবাকার পূজা করি বিবিধ বিধানে। বিদায় করিয়া দেহ যত রাজাগণে॥ মন্ত্রি বাক্য শ্রুতমাত্র হরিশ্চন্দ্র রায়। রাজাগণে পূজা করি করিল বিদায়॥ চলিল ভূপতি সব করি কোলাহল। সৈন্যভরে ক্ষীতিতলে করে টলমল॥ কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথোপরে। নৃপতি সকলে গেল আপনার ঘরে॥ হেথা রাজা যজ্ঞ সাঙ্গ করি পুলোকিতে। সভায় বসিয়া আছে লয়ে পুরোহিতে॥ সে দিন ভাঙ্গিল সভা সকলে চলিল। ভূপতি বিদায় হয়ে অন্দরেতে গেল॥ অন্দর মাঝারে গিয়ে ভোজনাদি করি। সুখেতে মাখিল অঙ্গে কুমকুম কস্তুরি॥ পরে দাসীগণ আসি চামর ঢুলায়। পালঙ্কেতে হরিশ্চন্দ্র সুখে নিদ্রা যায়॥ ঘুমের ঘোরেতে রায় দেখিল স্বপন। সংসার অসার মাত্র সার নারায়ণ॥ নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে উঠি করে হায় হায়। রাজ্য লোভে মত্ত হয়ে ভুলেছি তোমায়॥ এমন দুর্লভ ধন কৃষ্ণের চরণ। ধনমদে মত্ত হয়ে হৈনু বিস্মরণ॥ ওহে প্রভু নারায়ণ লহ

মায়া পাশ। বঞ্চনা করোনা মোরে আমি তব দাস॥ দীনহীন পতিতের কেহ নাহি আর। শ্রীদ্বারিকানাথ গ্রন্থ করিল প্রচার॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বপ্ন দর্শনে সংসার অনিত্য জ্ঞান করিয়া মন্ত্রির সহিত পরামর্শ করেন।

ত্রিপদী। পুনরায় মুনি কয়, শুন রাজা জন্মেজয়, হরিশ্চন্দ্র নৃপ উপাখ্যান। স্বপ্ন দেখি নরপতি, খেদান্বিত হয়ে অতি, ডাকাইল যত মন্ত্রিগণ॥ কহিতেছে সবাকারে, ভুপতি বিনয় করে, মৃদুস্বরে দুঃখ চিত্ত হয়ে। স্বপন দেখিনু আজি, সংসার ভোজের বাজী, সবে আছে মায়ায় ভুলিয়ে॥ আপন২ করে, সর্ব্বদা বেড়াই ঘরে, মৃত্যুকালে কে কোথা রহিবে। আসিয়া শমনে চরে, লয়ে যাবে বান্ধি করে, তখন আমারে কে রাখিবে॥ দেহে আছে ছয় জনা, সদা দেয় কুমন্ত্রণা, কুপার্থেতে যাইতে আমারে। আমার বপুতে বাস, করে মোর সর্ব্বনাশ, দেখে শুনে প্রাণ কাঁপে ডরে॥ ধিক্ ধিক্ বলি মোরে, কুজনের সঙ্গে ফিরে, ভুলে আছি জগত ঈশ্বর। দেবং পশুপতি, যার পদ দিবা রাতি, বান্ধিয়ে রেখেছে হৃদি পর॥ হেন পদ পাসরিয়ে, আছি মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, কহিলাম করিয়ে প্রকাশ। পুত্রে রাজ্যভার দিয়ে, রাণীরে সঙ্গেতে লয়ে, স্বকায়েতে যাব স্বর্গবাস॥

শুনিয়া নৃপের বাণী, যুড়িয়া যুগল পাণি, কহিতেছে সবে বিনয়েতে। কৃপা করি মো সবারে, লয়ে চল সমিভ্যারে, শুন রাজা কহিনু সাক্ষাতে ॥ তুমি যাবে স্বর্গবাস, মনেতে করেছি আস, যাব মোরা তোমার সঙ্গেতে। রাজা কহে ভাল২, তোমরা সকলে চল, স্বর্গবাসে মন আহ্লাদেতে ॥ এইরূপ যুক্তি করে, সবে গেল নিজ ঘরে, রাজা গেল অন্দর ভিতরে। শ্রীদ্বারিকানাথ কয়, দেহ মোরে পদাশ্রয়, ওহে হরি এ দীন জনেরে ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে রাজা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

পয়ার। পরদিন হরিশ্চন্দ্র বাহিরে আইল। দ্বিজ পুরোহিত লয়ে সভায় বসিল ॥ মন্ত্রি সহ নরপতি করয়ে মন্ত্রণা। স্বর্গেতে যাইব বলে সদাই বাসনা ॥ কি রূপেতে স্বর্গে যাব ভাবে মনে মন। এক দিন সকলেরে কহিল রাজন ॥ পুত্রেরে করিয়া রাজা দিব রাজ্যভার। শুভদিন হয় কবে করহ বচার ॥ শুনিয়া কহিছে তবে ব্রাহ্মণ মণ্ডলি। কল্য শুভদিন রাজা হয়তো সকলি ॥ যদি তব ইচ্ছা হয় শুন নৃপবর। পুত্রে রাজ্য সমর্পণ কর দণ্ডধর ॥ শ্রুতমাত্র হরিশ্চন্দ্র বিলম্ব না করে। পরদিন অভিষেক করিল কুমারে ॥ সিংহাসনে বসাইলা

রাজটীকা দিয়া। আপনি ত্যজিল রাজ্য পুত্রে সমর্পিয়া॥ রুহিদাস হৈল রাজা অযোধ্যানগরে। যাত্রা করি নৃপবর রহিল বাহিরে॥ পরে রাজ্যে ফিরাইল সোণার চেঁঙ্গড়ী। কে যাবে অমরপুরে আইস খাড়াং॥ শুনিয়া আইল তবে পুরবাসিগণ। ভূপতি সহিত কৈল রথে আরোহণ॥ চলিল স্বর্গেতে সব রথে আরোহিয়ে। কুকুর বিড়াল আদি সমিভ্যারে লয়ে॥ বায়ুবেগে চলে রথ অতি কলাহলে। হস্তী ঘোড়া আদি সব শূন্য পথে চলে॥ দেখিয়া কুপিল ইন্দ্র আপন অন্তরে। ডাকি দিয়ে আনি কহে নারদ মুনিরে॥ শুনং দেবঋষি আমার বচন। সসৈন্যেতে আসিছে অযোধ্যার রাজন॥ কুকুর বিড়াল আদি আছে সমিভ্যারে। অন্যায় স্বকায়েতে আইসে স্বর্গপুরে॥ ইন্দ্রের এতেক বাক্য শুনি তপোধন। হরিশ্চন্দ্র সম্মুখেতে দিল দরশন॥ মুনিরে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল। ভূপতি চাহিয়ে মুনি কহিতে লাগিল॥ কোথাকারে যাহ তুমি রাজ্য সমিভ্যারে। রাজা বলে যাই আমি অমর নগরে॥ পুনশ্চ নারদ মুনি রাজা প্রতি বলে। স্বর্গপুরে যাহ তুমি কোন পুণ্যফলে॥ সুবুদ্ধি রাজার তবে কুবুদ্ধি ঘটিল। আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল॥ অশ্বমেধ রাজসূয় করি অবহেলে। ভূমি-

দান অন্নদান দিয়েছি সকলে ॥ জাঙ্গাল প্রাচীর বৃক্ষ কত সারি২। কত শত নির্ম্মাইয়া দিছি দেবপুরী ॥ সসাগরা বিশ্বামিত্রে করি সমর্পণ। আপনি বিক্রয় হয়ে দিলাম কাঞ্চন ॥ সেই রাজা নিজ পুণ্য কহিতে লাগিল। কহিতে কহিতে রথ নাম্বিতে লাগিল ॥ সেইকালে বিশ্বামিত্র যায় কুতুহলে। দেখি বলে তিষ্ঠ২ কে পড় ভুতলে ॥ অমোঘ মুনির বাক্য না হয় লঙ্ঘন। সসৈন্যেতে শূন্য পথে রহিল রাজন ॥ তখন পাইল ভয় নৃপতি অন্তরে। বিশ্বামিত্র মুনি প্রতি বলে যোড়করে ॥ কি দশা হইবে মম কহ মুনিবর। যাইতে নারিনু আমি অমর নগর ॥ তোমার বাক্যেতে ভুমে নাম্বিতে না পারি এ সকল সৈন্য লয়ে থাকি কোন পুরী ॥ ছলিতে আমারে নারদ আইলেন হেথা। কুবুদ্ধি হইল মম কহি পুণ্য কথা ॥ আপনা আপনি খেয়ে করিনু প্রকাশ। নারদ চাতুরি করি কৈল সর্ব্বনাশ ॥ আগে যদি জানিতাম মুনির চাতুরী। কদাচ না কহিতাম এ সব প্রচারি ॥ হায় হায় মম ভাগ্যে এত দুঃখ ছিল। কি দোষেতে মুনিবর আমারে ছলিল ॥ আহার করিব কিবা কহ তপোধন। কি দশা হইবে মম না জানি কারণ ॥ রাজার ক্রন্দন শুনি কহে মুনিবর। মনোযোগ করি তুমি শুন নৃপবর ॥ পৃথি-

বীতে যেই নর কৃপণ হইবে। ব্যয় না করিয়ে শস্য ঘরেতে রাখিবে॥ সে সব দ্রব্যেতে তব হবে অধিকার। আর কিছু কহি শুন ওহে নৃপবর॥ দেবতার দ্রব্য সকল উদ্‌যোগ করিয়া। পুষ্প নাহি দিয়া যদি রাখে সাজাইয়া॥ তাহাতে তোমার রাজা হবে অধিকার। শুনহ ভূপতি তুমি বচন আমার॥ দুঃখ ত্যজ নরপতি কি হবে ভাবিলে। বিধাতা যা লিখে ছিল তোমার কপালে॥ এখন ঘটিল তব কর্ম্ম অনুসারে। সসৈন্যেতে কর বাস শূন্যের উপরে॥ এতবলি মুনিবর গেল নিজ স্থান। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান হৈল সমাধান॥ ভক্তি করি যেই জন করিবে শ্রবণ। অন্তেতে সদয় তারে হবে নারায়ণ॥ বালকে শুনিলে বিদ্যা হবে উপার্জ্জন। যুবা জনে শ্রুতমাত্র পুলকিত মন॥ বৃদ্ধেতে শুনিলে ভক্তি হবে কৃষ্ণপদে। কদাচ নাহিক সেই পড়িবে আপদে॥ শুনিবে পড়িবে যেই হরিশ্চন্দ্রের পালা। তাঁহার ঘরেতে লক্ষ্মী থাকিবে অচলা॥ কলিকাতা আহিরীটোলা হয় সুখ ধাম। বণিক কুলেতে জন্ম দ্বারিকানাথ নাম॥ এই গ্রন্থ রচিলাম করিয়া যতন। আনন্দেতে হরি হরি বল সর্ব্বজন॥ সমাপ্তঃ।